যুগান্তর

তারিখ 17 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

বেসরকারি ৫ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি চরমে

মুশতাক আহমদ

দেশের পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চরম আকারে পৌঁছেছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা লেগেই রয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, কোথাও বিবদমান মালিকরা বিভক্ত হয়ে পৃথক ক্যাম্পাস চালাচ্ছেন, আবার কোথাও মূল মালিককে একেবারেই বের করে দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম থেকে। এদিকে মালিকানার এ দ্বন্দ্বের ফাঁদে পড়ে শিক্ষার্থীরা দিশেহারা। তারা বুঝতে পারছেন না কোন ক্যাম্পাস বৈধ আর কোনটি অবৈধ। ফলে বহু টাকা খরচ করে লেখাপড়া করে তারা হচ্ছে প্রতারিত। অর্জিত সনদ তাদের কর্মজীবনে কাজে আসছে না।

জানা গেছে, বিবদমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার তাগিদ দিয়েও সফল হয়নি সরকার। মালিকরা বিষয়টি আমলে নেন নি। বরং তারা অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে হাত করে নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ক্ষেত্রে বেশি বেপরোয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার এক সিনিয়র সহকারী সচিব। তার দফতরে প্রায়ই অবৈধ ক্যাম্পাসের মালিকদের আড্ডা বসতে দেখা যায়। এ কারণেই অবৈধ মালিকরা ক্যাম্পাস পরিচালনা করার সাহস পাচ্ছেন বলে মনে করেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, উচ্চশিক্ষা নিয়ে কেউ প্রতারণা করুক বা কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে প্রতারিত হোক তা চাই না। এ ধরনের কাজ যারা করবে তারা কেউই রেহাই পাবে না। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। শেষ মুহূর্তে হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান যাচাইসহ বৈধতা দেখা হবে। কারা থাকবে কারা থাকবে না তা, গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নথিপত্রে দেখা দেখা গেছে, বর্তমানে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে— প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুল বিতর্কিত দারুল ইহসান

মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব মামলার পাহাড়

বিশ্ববিদ্যালয়। সবচেয়ে নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কমপক্ষে পাঁচটি পক্ষ রয়েছে, যারা নিজেদের 'প্রকৃত মালিক' দাবি করে ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। ঢাকা শহরের অলিগলিতে রয়েছে ক্যাম্পাস। ঢাকার বাইরেও শত শত ক্যাম্পাস চালাচ্ছে বিভিন্ন পক্ষ। অথচ এই একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারীর মতো বিস্তৃত কার্যক্রম বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন হলেও সরকার সফল হয়নি। সংশ্লিষ্টরা জানান, তদন্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টি ভেঙে দেয়ার মতো একটি মাত্র সুপারিশ করে। পরে এই সুপারিশের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। প্রশ্ন উঠেছে, বিচারপতির চেয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মতামত দানকারী শাখা আইন বেশি বোঝে কিনা, এদের নেতিবাচক মতামতের কারণে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ পেল না। মালিকানা দ্বন্দ্ব নিয়ে চরম পর্যায়ে যাওয়া আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রাইম ইউনিভার্সিটি। সরকার মিরপুরের ঠিকানায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন দেয়। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'র মতো কাজ করে সেখানকার কর্তৃপক্ষ। তারা উত্তরার বিএনএস সেন্টারে একটি ক্যাম্পাস খোলার চুক্তি করে জনৈক আবুল হোসেনের সঙ্গে। একপর্যায়ে এক পর্যায়ে মিরপুর অংশের কিছু ট্রাস্টিকে নিয়ে উত্তরা গ্রুপ নিজেদের আলাদা শক্তি হিসেবে দাঁড় করায়। এমনকি তারা সর্বশেষ ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ডও গঠন করে। এভাবে মালিকানার ওপর শক্ত দাবি নিয়ে আবির্ভূত হয় উত্তরা গ্রুপ। তারা ক্যাম্পাস ভাড়া নিয়ে বর্তমানে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়েরই মালিকানার দাবি শক্ত করে ফেলে। উভয় গ্রুপের মামলা পাল্টা মামলার অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ইউজিসি শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়েবসাইটেও মূল মালিক কোন পক্ষ সে ঠিকানা মুছে দিয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেই রাজধানীর বসুন্ধরা-কুড়িল, ফার্মগেট ও মিরপুরে 'অ্যানেক্স ক্যাম্পাস' নামে আলাদা ক্যাম্পাস খুলেছে উত্তরা গ্রুপ। এ বিষয়টি আইন বহির্ভূত বলে জানিয়েছেন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ

চরমে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

চরমে : অনিয়ম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী। জানা গেছে, প্রাইম ইউনিভার্সিটির উত্তরার অংশ বহুল বিতর্কিত দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির উত্তরার অংশের মালিকানা দাবিদার একজনই। এ ব্যাপারে মালিকানার দাবিদার ড. আবুল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানান, মিরপুর অংশের দায়ের করা মামলাই তারা রায় পেয়েছেন। তাদের পক্ষেই মোট চার চারটি মামলার রায় হয়েছে। ইউজিসিও মালিকানার ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক পত্র দিয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অ্যানেক্স ক্যাম্পাস' আইনের আলোকেই তারা খুলেছেন। ছাত্র সংখ্যা বেশি হলে আলাদা ক্যাম্পাস খোলা যায়। আরেক প্রশ্নের জবাবে ড. হোসেন বলেন, তারা মোট ২১টি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। মামলার রায় তাদের পক্ষে। এ কারণে শিগগিরই তারা ভিসি নিয়োগ করবেন। ভিসি নিয়োগের এখতিয়ার চ্যান্সেলরের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভিসি নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে তারা প্যানেল পাঠাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড এবং সিন্ডিকেট থাকার কোনো বিধান আইনে নেই। কিন্তু উল্লিখিত দুটিসহ দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশসহ অন্যদের একাধিক ট্রাস্টি বোর্ড এবং সিন্ডিকেট রয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে মালিকরা বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। জানা যায়, ইবাইস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক ড. জাকারিয়া লিংকন। তিনি ২০০২ সালের ৬ আগস্ট সরকার থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু ২০১১ সালের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টি জোরপূর্বক দখলে নেন জাকারিয়া লিংকনের ভাই কাওসার হোসেন মুকুট। তার সঙ্গে দেশের একজন শিল্পপতির ছেলেও যুক্ত হয়। এরপর উভয়পক্ষে শুরু হয় মামলার প্রতিযোগিতা। তবে সর্বশেষ গত ৪ জুন সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ ইবাইস ইউনিভার্সিটির সব কার্যক্রম মোহাম্মদপুর, মোহাম্মদিয়া হাউজিং সোসাইটির প্রধান সড়কের ২৭ নম্বর বাড়িতে পরিচালনার নির্দেশ জারি করে বলে জানা গেছে। এতে এখন প্রতিষ্ঠানটির ধানমণ্ডির ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ার কথা। প্রায় একই পরিস্থিতি হয়েছে বহুল বিতর্কিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটির। এই ইউনিভার্সিটির মালিক কাম ভিসি আবুল হাসান মোঃ সাদেকের ভাই দখলে নেয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ নিয়ে উভয়পক্ষে টানাপোড়েন চলছে। অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় সনদ বাণিজ্যের পথিকৃৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ভিসি। ভিসিদের মতো ভিসি হতে ব্যর্থ হয়ে অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম ২০১১ সালের শেষের দিকে কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয় দখলে নেয়ার চেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে গত বছর ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ধানমণ্ডির ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে এবং ক্যাম্পাস দখলের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়। এরপরই বনানীর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। ওই বিরোধ আজও নিষ্পত্তি হয়নি। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও রাজধানীর শাহবাগ, মিরপুর, মতিঝিলসহ বিভিন্ন স্থানে অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার অভিযোগ রয়েছে। নাম প্রকাশ না করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিচালক জানান, দখলদার হিসেবে পরিচিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিচালক যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তিনিই বেপরোয়াভাবে ক্যাম্পাসগুলো খুলেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর ১৫ ধারায় উল্লেখ আছে, 'প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (ট্রাস্টি বোর্ড) থাকবে এবং বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি নির্বাচিত হবেন'। কিন্তু অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রত্যেকটিতেই দুই থেকে পাঁচটি পর্যন্ত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আছে। তারা নিজ নিজ উদ্যোগে উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা ও সনদ বাণিজ্য করছেন। অভিযোগ আছে, অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন এক পক্ষকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহায়তা করছে, অপর পক্ষকে সহায়তা করছে ইউজিসি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত মালিকানা শনাক্তের কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ইউজিসি কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে পত্রিকায় ভর্তি করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা অবৈধ সুবিধা নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঈদের আগে এমনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল বিতর্কিত ও মামলাবাজ মালিককে মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র সহকারী সচিবের দফতরে পরপর দুদিন বৈঠক ও একদিন মন্ত্রণালয়ের বাইরে সচিবালয়ের ভেতরে দেখা গেছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, সহসাই অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে কাজ চলছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রাইম ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। মন্ত্রণালয়ের দু'চারজন কর্মকর্তা জড়িত থাকতে পারে, ওদের ব্যাপারেও। কেননা প্রাইমের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের ফাইল একাধিকবার তলব করা সত্ত্বেও এ নিয়ে গড়িমসি করছে শাখা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'